কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
৩০

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

জাতীয় উন্নয়নে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার সাথে প্রায়শই স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন চাহিদার অসমাঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অথচ এ উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে না পারলে এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না, এবং এসডিজির মূল দর্শন 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' এ প্রত্যয়ও বাস্তবায়িত হবে না। যাদের জীবনমানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে তারা সেগুলিকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন তা সঠিকভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, প্রান্তিক জনগণের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করা ও তাদের অভিমত মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ সীমিতই থেকে যাচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় বাস্তবতার এই প্রথাগত টানাপোড়ন বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যাচাই করা প্রয়োজন। উন্নয়নের সুফল সবাই সমানভাবে পাচ্ছে কি না, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় সমাজের এসব ব্যক্তিকে নিয়ে ২০২২ সালের ২ জুলাই খুলনায় একটি নাগরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ওই সভায় স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের ৬১ জন প্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

নাগরিক পরামর্শ সভা: খুলনা

জনসম্পৃক্ততাবিযুক্ত উন্নয়নে এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়

সূচনা বক্তব্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ -এর আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সভার সূচনালগ্নে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ভৌগোলিক আকারে ছোট একটি দেশ হলেও বাংলাদেশে দেখা যায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সমাবেশ। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্ব এ দেশে অনেক বেশি। বিগত সময়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নধর্মী পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে এ দেশে। সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, সুষম উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার সাথে নৈতিকতার বিষয়টিও জড়িত। বৈষম্য কমাতে হবে এবং সম্পদের বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এখানে অর্থনৈতিক কার্যকারণও রয়েছে। উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে যেতে হলে এবং অর্থনৈতিক প্রগতিকে দ্রুততর করতে হলে আয় ও সম্পদের বন্টনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ অর্থশাস্ত্রের ভাষায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পণ্যের চাহিদা বাড়ায় যা উৎপাদকের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে থাকে। তা আবার প্রবৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে কিন্তু আয় ও সম্পদ যদি বাড়তে থাকে তা হলে তা উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধিকেও সংকুচিত করে ফেলে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের অভিঘাত পড়ে স্থানীয় পর্যায়ে; তাই ভৌগোলিক ন্যায্যতা বান্ধব ও পরিবেশ-অনুকূল উন্নয়ন উভয়ই

সমানভাবে প্রয়োজন। যদি বর্তমানের বিকাশমান সমস্যাগুলোকে আমরা সঠিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাই, তাহলে একদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, অন্যদিকে 'রূপকল্প ২০৪১'-এ বাংলাদেশকে আমরা যেভাবে দেখতে চাই, সেটিও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলের সমস্যা ও ভাবনাকে তুলে নিয়ে আসা। সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় বলেন, সাধারণত যারা অর্থনীতি বা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন, তারা মূলত সরকারি পরিসংখ্যান থেকে বোঝার চেষ্টা করেন যে, দেশের কোন অঞ্চলের উন্নয়ন কেমন হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সরকারি পরিসংখ্যানের পেছনের যে বাস্তব গল্পটি রয়েছে, সেটি ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় জনগণ আরও ভালোভাবে বলতে পারেন। যেমন: জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যের হার কমলেও সব অঞ্চলে দারিদ্র্য একই হারে কমেনি। ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খুলনায় দারিদ্র্যের হার ছিল ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০০৫ সালের তুলনায় ১৮ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। তা সত্ত্বেও খুলনার বিভাগীয় হার জাতীয় গড় থেকে ৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি ছিল, যা ২০১৬ সালে চতুর্থ সর্বোচ্চ (সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালের তুলনায় খুলনায় দারিদ্র্যের হার বেশি)। পরিসংখ্যানলব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায়, আয় বৈষম্য সবচেয়ে বেশি এই খুলনা জেলায়। অন্যদিকে, খুলনার একটা বড় সাফল্য হলো- এখানে শিক্ষার হারের অবস্থা বেশ ভালো। সমগ্র বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার যে হার, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর দিক দিয়ে খুলনা ৮৩ শতাংশ হার নিয়ে জাতীয় গড়ের তুলনায় খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। মাধ্যমিকেও একইভাবে খুলনা বিভাগ এগিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে খুলনা বেশ এগিয়ে রয়েছে। কম বয়সী মেয়েদের সন্তান জন্মদানের যে প্রবণতা, সেদিক দিয়ে খুলনার অবস্থান ভালো। বিগত ১০ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ হার খুলনায় অনেক দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। শিশুপুষ্টির পরিস্থিতিও বেশ ভালো। কিন্তু খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ এখন দেখা দিয়েছে, তা হলো সুপেয় পানির অপর্যাপ্ততা।

পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও কৃষি বৈচিত্র্যায়নের সম্ভাবনা

খুলনার পাটশিল্পের দুরবস্থা ও কৃষিখাতের উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন, খুলনা একসময় উজান-ভাটির শহর ছিল। উজান থেকে পানি আসত ভৈরব নদ দিয়ে এবং সুন্দরবন হয়ে তা গিয়ে পড়ত সমুদ্রে। লোনা ও মিঠা পানির সংমিশ্রণে প্রচুর ফসলাদি হতো একসময়, লবণাক্ততাও ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেকাংশে কম। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ তৈরির পর উজান থেকে পানি না আসার কারণে অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে লাভের আশায় প্রান্তিক মানুষ নিজেরাই আবিষ্কার করছে কৃষিবৈচিত্র্য। এর ফলে একবছর তারা লাভবান হচ্ছে তো পরের বছর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে না আছে কোনো পরিকল্পনা, না আছে সরকারি সহযোগিতা, না আছে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। চলমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারিভাবে চালু থাকা পাটকলগুলো স্বল্প মজুরিতেই (মাসে মাত্র ছয়-সাত হাজার টাকা) শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করছে। আবার বর্তমান বিশ্বে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অঞ্চলের পুরোনো কারখানা ও পুরোনো মেশিনপত্র দিয়ে সেই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে নতুন করে পাটকল চালু করে লাভ নেই, বরং নতুন কোনো শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, ফরিদপুর একদিক দিয়ে যেমন ঢাকার কাছে, আবার মোংলা বন্দরেরও কাছে। তাই পাটশিল্প গড়ে উঠতে পারে ফরিদপুর অঞ্চলে। আর খুলনা অঞ্চলে ব্যাপকহারে পাটের উৎপাদনও হয় না, যেটা ফরিদপুর অঞ্চলে হয়। কাজেই খুলনায়ই পাটশিল্প গড়ে তুলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাম্প্রতিক পরিবেশগত পরিস্থিতি বিবেচনা করে খুলনা অঞ্চলে সবজি বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

এতে করে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানিও করা সম্ভব হবে। বর্তমানে এ অঞ্চলের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম না পাওয়ার মূল কারণ হলো বাজার চাহিদা সম্পর্কে ধারণার অভাব ও সঠিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ফসল উৎপাদন না করা। এসব ক্ষেত্রে কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতার পরিধি আরও বাড়াতে হবে। অন্যদিকে সরকারি পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পাট শ্রমিকরা নানা ধরনের ঝামেলার সম্মুখীন হলেও পাট চাষীদের কিন্তু উপকারই হয়েছে। আগের তুলনায় তারা এখন বেশি দামে পাট বিক্রি করতে পারছেন। আগে বাড়ির কাছাকাছি অনেকগুলো পাটকল থাকা সত্ত্বেও তারা ন্যায্য মূল্য পেতেন না। এখন সেসব কারখানার অনেকগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই কৃষকরা বেশি মূল্য পাচ্ছেন। এতে পাট উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি অন্যান্য পাটজাত পণ্যের উৎপাদনও বাড়বে। কৃষির চাকাও সচল হবে। এক্ষেত্রে চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োজন হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ

এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের বাস্তব প্রয়োগের অভাবের ফলে বাড়ছে দুর্নীতি। পাশাপাশি সুশাসনের অভাব এ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রধান অন্তরায়। এসব থেকে মুক্ত হতে পারলেই সব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জবাবদিহিতার অভাবে নদীর স্বভাবিক গতিপথ বিঘ্নিত করে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মাছ চাষ করছেন এবং এ এলাকার ২২টি খাল বেদখল হয়ে আছে, যা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করছেন। ফলে ভারী বৃষ্টিতে সমগ্র এলাকা পানিতে ডুবে জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। আইন থাকলেও তার বাস্তবায়ন না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এটি শুধু খুলনা অঞ্চল নয়, বরং সারাদেশেই একই চিত্র বিরাজ করছে।

উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর বিষয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনের বাস্তব প্রয়োগ না হলে এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করা কষ্টকর হবে। উদাহরণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কেবল ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অগ্রসারী হবার কারণে। বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ করে এক বক্তা বলেন, মন্ত্রীর বোনের ছেলের সঙ্গে গরিব চা দোকানি তার কিশোরী মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এমনকি বিয়ের পর মেয়েটিকে বাচ্চা নিতে বাধ্য করা হয়। এসব ক্ষেত্রে বিচার চাইতেও তারা ভয় পান রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে। আইনের বাস্তব প্রয়োগের অভাবেই এমনটি ঘটছে।

সুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে এক বক্তা বলেন, বৈষম্য, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও উচ্চপদাসীনদের দাপট বর্তমানে সমাজের চিরায়ত বাস্তবতা। তিনি উল্লেখ করেন, খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে আগে পাটশিল্প ছিল, যা ধ্বংস হয়ে গেছে। রূপসা অঞ্চলে নৌবাহিনীর পরিচালিত শিপইয়ার্ড ব্যতীত আর কোনো ভারী শিল্প নেই। একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বক্তারা এগুলোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও পরিচালন অদক্ষতার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

বর্তমানে যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই বলে বক্তারা মত দেন। তারা বলেন, সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতা চায় না, তারা চায় নাগরিক অধিকার, সম্পদের সুষম বণ্টন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর কোনোটিই একে অপরের থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন নয়। মূলত এসবের জন্য দায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি ও বৈষম্য। বিভিন্ন সরকারি ভাতায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত তারা প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার করোনাকালের অতিমারি-পরবর্তী অবস্থায় সমাজের পিছিয়ে পড়া

নারীদের সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার কথা থাকলেও অর্থ হস্তান্তরের পদ্ধতি সহজীকরণের অভাবে অধিকাংশ নারীই এ উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গৃহহীন মানুষদের জন্য যেসব গুচ্ছগ্রাম বা বিভিন্ন গৃহায়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত গৃহহীনরা উপকার পাচ্ছেন না বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীক্ষে সময়ের সঙ্গে চাহিদার মিল রেখে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি উন্নয়ন না হয়, তাহলে সে উন্নয়ন কখনোই টেকসই হবে না। বক্তারা বলেন, উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে জেলা পরিষদসহ সরকারি কাজের প্রতিটি ধাপে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে দুর্নীতি, যা আগের থেকে তো কমেইনি বরং বেড়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। বক্তারা জানান, শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ-দুর্নীতি, স্বাস্থ্যখাতে জনবলের অভাব, বাল্যবিবাহ, জলাশয় দখল প্রভৃতি সমস্যাও খুলনা অঞ্চলে দৃশ্যমান।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের অন্তরায় দুর্নীতি

শিক্ষাখাতের বিভিন্ন ত্রুটি চিহ্নিত করতে গিয়ে বক্তারা বলেন, বিগত ১০ বছরের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের শিক্ষা খাতের উন্নয়নের তুলনা করে দেখা যায়, শিক্ষা খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেক হয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার মান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা মূলত কোচিং সেন্টারভিত্তিক হয়ে পড়ছে। কেননা অভিভাবকরা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমেই আস্থা হারিয়ে কোচিং সেন্টার ও গাইড বইয়ের প্রতি ঝুঁকছেন। মূলত অভিভাবকদের আয়-রোজগার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ছেলেমেয়েদের জন্য কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহন করতে পারছেন। তবে বর্তমানে বাজারে অনিয়ন্ত্রিত মূল্য পরিস্থিতির কারণে তাদের সঞ্চয় একেবারেই হচ্ছে না। তাছাড়া সমাজের একটি শ্রেণির উপার্জন বাড়লেও একদম তলানিতে পড়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থান আগে যা ছিল, এখনো ঠিক তা-ই রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শুধু সমাজের খেটে খাওয়া শ্রেণির মানুষের সন্তানরাই পড়তে আসছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণির পরিবারের শিশুরা এসব স্কুলে পড়তে আসে না। এই শ্রেণির অভিভাবকরা চান না তাদের সুগন্ধি লোশন মাখা শিশুরা দিন-মজুরদের শিশুদের ঘামের গন্ধ পাক। স্পষ্টতঃ রুচিবোধের ভিত্তিতে নতুন এক ধরনের বৈষম্য এখানে দৃশ্যমান হতে দেখা যাচ্ছে। যদি এলাকাভিত্তিক ম্যাপিং করে ঠিক করা যায় যে, এক এলাকার শিশু আরেক এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না, তাহলে হয়তো এই ব্যবধান কমিয়ে সমাজের সকল শ্রেণির শিশু একই রকম সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারত। পরবর্তী সময়ে এই শিশুরা কোনোভাবে উচ্চশিক্ষা লাভে সক্ষম হলেও তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম; মাত্র ১০ শতাংশ।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, বেকারত্বের জন্য অনেকেই বিশাল ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে বিশেষ করে ইতালিতে পাড়ি জমাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈশ্বিক শ্রমবাজার ধরতে হলে শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে, যেন বিদেশে গিয়ে তারা দক্ষশ্রমিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এছাড়া কোভিড অতিমারির পর থেকে এ অঞ্চলে আগে থেকেই বিদ্যমান সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা একই সঙ্গে বিদ্যমান এবং এগুলোর মধ্যকার ব্যবধানটিও বিশাল। তবে ইতিবাচক দিক হল, আগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি এখনো দৃশ্যমান। কমিউনিটি ক্লিনিকের বিনামূল্যে প্রাপ্য বিভিন্ন সেবা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। প্রাপ্য সেবা-সংক্রান্ত তথ্যাবলি সাধারণ নাগরিকরা যেন সহজে জানতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির সমস্যার সমাধান করা গেলে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রতিকার করা সম্ভব। সঠিকভাবে তথ্য প্রচারের অভাবের কারণে অনেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও তথ্যপ্রাপ্তির অভাব

সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটির বিষয়টি তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনযাত্রার মান বেড়েছে; তবে সবার ক্ষেত্রে তা বাড়েনি, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্যই কেবল এটা প্রযোজ্য। বর্তমান বাজারে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বৈষম্যের একটি চিত্র দেখা যায়। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজন এখনো উন্নয়নের বাইরে। উপযুক্ত মজুরির অভাবে শ্রমিকরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সরকারি ভাতার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সত্যিকারের ভাতা-উপযোগী মানুষের বদলে ভাতা পাচ্ছে সরকারি দলকর্তৃক পূর্ব নির্বাচিত কতিপয় মানুষ। কৃষি ও মৎস্য খাতে ভর্তুকিতে অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হলো সুষম বণ্টনের অভাব। এই অঞ্চলের নারীরা বিশেষ করে আদিবাসী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর নারীরা এখনো সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন। এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হল একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসের কারণে তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছানোর অভাব। এছাড়া প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি যে সহযোগিতাগুলো আসে, সেগুলোর সুষম বণ্টন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন সরকারি প্রণোদনা স্থানীয় চেয়ারম্যান সঠিকভাবে বণ্টন করেন না। কেননা নির্বাচনের আগে ভোট কিনতে হয়। এ বিষয়ে বক্তারা সুপারিশ দেন, তৃণমূল পর্যায়ে আরও গভীরভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি অতিমারি চলাকালে রাজনৈতিক রেষারেষির ফলে যারা বিভিন্ন প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের চিহ্নিত করতে হবে, যেন তারা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন। অন্যদিকে নারী উদ্যোক্তাদের সেবা গ্রহণ সহজতর করা গেলে ভবিষ্যতে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বঞ্চনার বিষয়টি উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার মাত্র ৩৫ শতাংশ, যার অন্যতম কারণ শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের হার কম থাকলেও দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার শতকরা ৯৫ শতাংশ। হরিজনদের আবাসন ব্যবস্থার অভাব এ অঞ্চলের দলিতদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উচ্ছেদের ফলে এবং সুনির্দিষ্ট আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছেন। দলিতদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত যুবক যারা সামাজিকভাবে উন্নতি লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এ সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যান। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলেও সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে এই দলিত শ্রেণির মানুষ এখনো এর বাইরেই রয়ে গেছে। সরকার দলিত, হরিজন প্রভৃতি প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরও এটা তেমন একটা উপকারে আসছে না সময়মতো তা সুবিধাভোগীর কাছে না পৌঁছানোর কারণে। তবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি আমলাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাপ্য এ সুবিধাগুলো পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বক্তারা উল্লেখ করেন, দলিত-হরিজন-সংক্রান্ত ২০১২-১৩ সালের গেজেট অনুযায়ী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম একজন দলিত থাকবে। তবে এ বিষয়টি মান্য করা হয় না। দলিত শ্রেণি হওয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তারা শুধু শুনেই যাচ্ছেন যে, কেউ পিছিয়ে থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন তেমন একটা দেখতে পান না তারা। সরকারি খাসজমি প্রভাবশালীদের দখলে, বিভিন্ন কোটার ক্ষেত্রেও তাদেরই দৌরাত্ম্য। বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, দলিত নারীদের জোরপূর্বক শ্লীলতাহানি করার পর বিচার চেয়েও তারা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানববন্ধনের মাধ্যমে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এর ফলস্বরূপ দলিত-হরিজন শ্রেণির মানুষ সমাজে এতদিন পিছিয়ে ছিল এবং এখনো পিছিয়েই আছে।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এখনো বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য বিদ্যমান বলে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আবাসনগুলো নিম্নমানের। কোভিড অতিমারির পরে নারীর প্রতি সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলের হিজড়া জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে। এ অঞ্চলের হরিজনদের সরকারিভাবে গৃহায়ণ এখনো নিশ্চিত হয়নি। কোটা সুবিধাও পাওয়া যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্মসনদ প্রাপ্তিতে সমস্যা বিদ্যমান। সভায় উপস্থিত অনেকে নাগরিকদের অধিকার ও তাদের প্রাপ্য সঠিকভাবে আদায়ের জন্য জেলাভিত্তিক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করার কথা বলেন। এতে করে কার্যক্রমের পরিধি বাড়বে ও নাগরিকদের শক্তি আরও জোরদার হবে।

প্রতিবন্ধীদের নানা বঞ্চনার বিষয় উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ যানবাহন বা রাস্তা নেই। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনেক কাজ হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা সাকুল্যে ৭৫০ টাকা; অর্থাৎ দৈনিক মাত্র ২৫ টাকা। এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। আবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কোটার জন্যও অনেক আন্দোলন হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাস্তবধর্মী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের নিরীক্ষে আমাদের দেশ এখনো বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। সমাজের ধনী ব্যক্তিদের অনেকেই তাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন হোমে রাখতে চান। এমনকি তাদের পরিচয় প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ করেন, এটা একেবারেই কাম্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে এ খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে এক বক্তা উল্লেখ করেন, সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তার নিজ পরিবারেই সবচেয়ে বেশি অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হয় এবং বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্য অধিকার থেকে। বিগত ১০ বছরে এ খাতে কিছু না কিছু উন্নয়ন হয়েছে ঠিকই, তবে সে অগ্রগতি সমস্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয় আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো দুর্নীতি।

সরকারি সেবার বিষয়ে মানুষকে অবহিত করার সংস্কৃতি দুর্বল

বক্তারা উল্লেখ করেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সরকারি সেবাপ্রাপ্তির অপ্রতুলতা এখনো বিদ্যমান। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত। এছাড়া সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির অভাবও বিদ্যমান। ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান, পানির লবণাক্ততা, পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, খাসজমি, কৃষিপণ্যের মূল্য প্রভৃতি চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে আরও নতুন করে যুক্ত হয়েছে নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়হীনতা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কোটা-ভাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকার থাকার পরও তথ্য প্রচার ও তথ্যপ্রাপ্তির অভাবের কারণে অধিকার বাস্তবায়নের হার অনেক কম। পরিসংখ্যানে বাল্যবিয়ের হার কম দেখা গেলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতি এর অন্যতম কারণ। এছাড়া পদ্মা সেতুকে আরও বেশি কার্যকর করার লক্ষ্যে অন্যান্য জেলার সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ না নেওয়া, বাজার ব্যবস্থায় বৈষম্য, কোভিড অতিমারি-পরবর্তী পরিস্থিতি এখনও ঠিক না হওয়া প্রভৃতি বিষয় খুলনা অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেন বক্তারা। সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির অভাব, শিল্পায়ন হ্রাস, কৃষিবৈচিত্র্যের অভাব সহ আরো বেশ কিছু ইস্যুও পরামর্শ সভায় উঠে আসে। আরও উল্লেখ্য, ডিজিটালাইজেশন প্রকৃত উন্নয়নের অন্যতম একটি হাতিয়ার। কিন্তু অঞ্চলগত অবস্থানের কারণে খুলনার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এখন অব্দি খুলনার জনগণ এটা কাজে লাগাতে পারছে না। বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এসব সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে।

উপসংহার

অনেক বক্তাই এ কথা বলেন যে, স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায়, এ সময়ের মধ্যে গত ১০ বছরে আমাদের অর্জন অনেক। আগের তুলনায় আমরা অনেক ভালো রয়েছি, জীবনযাত্রার মানেও এসেছে বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন। তবে সব সমস্যা একবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়, এটা সবাই বোঝে। এক্ষেত্রে সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা ক্রমান্বয়ে এসব সমস্যাকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হব লক্ষ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে। ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবে দুর্নীতি আগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেলেও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সরকারি বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তির অভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৈতিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিককে আরও সচেতন ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সোচ্চার হতে হবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে নাগরিক সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় করে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে সামগ্রিক উন্নয়নে। প্রয়োজনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য অধিদপ্তরের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পারে চট্টগ্রামে, বন অধিদপ্তর হতে পারে খুলনায় প্রভৃতি। এতে করে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন আরও কার্যকর হবে। আবার পদ্মা সেতুর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই হবে, যখন মংলা বন্দরের সঙ্গে এই সেতু সংযুক্ত হবে। তা না হলে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে এ সেতুর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব হবে সীমিত। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর পর্যটন এ অঞ্চলের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে পাঁচতারকা হোটেল-মোটেল প্রভৃতি সহ আরো সেবাখাত মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। খুলনা হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট শহর।

আলোচনা পর্ব শেষে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে খুলনা নাগরিক পরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: এ, কে, এম, কাওসারুল হক

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE · HEKS EPER Bread for all. · Manusher Jonno Foundation · TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH Social movement against corruption · WaterAid · UNDP

www.bdplatform4sdgs.net · BDPlatform4SDGs · Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh · BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net